দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

শিশু শিক্ষার সমস্যা

মাহমুদুল বাসার

আমরা প্রত্যেকেই সাধারণত আপন গৃহে পিতা-মাতা কিংবা বড় ভাই-বোনের কাছে শিশুকাল থেকেই শিক্ষা আরম্ভ করি। শৈশবের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৈশব কালটা যদি কোনরকমে ব্যবহারহীন থেকে যায় তাহলে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকে না। এ কারণেই আমাদের দেশ থেকে অর্ধ শতাব্দী যাবত চিৎকার করা সত্ত্বেও নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হচ্ছে না।

আমাদের দেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম একটি দেশ। হাজার বছর আগের চর্যাপদ কর্তারাও জানাচ্ছেন হাঁড়িতে চাল নেই। ইতিহাসের বহু রকম উত্থান-পতন ঘটে গেলেও বাঙালীর পেটের দায় এখনও ঘোচেনি। পেটের দাবি মেটাতে গিয়ে এ দেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ এখনও নিরক্ষর। ভাত কাপড়ের অভাবে বিপন্ন বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ তাদের গৃহ থেকে যেমন শৈশবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি, তেমনি নিজ নিজ শিশুদেরও কিছু শিখাতে পারছ না। এভাবে নিরক্ষরতার পরিসংখ্যানটা এখনও অনড় হয়ে আছে।

ঘর থেকে পা বাড়ানো মাত্রই দেখি ক্ষুদে শিশুরা রিক্সা চালায়। জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় জীবনে একবারও স্কুলমুখী হয়নি। এক অক্ষরও ঠোঁটে স্পর্শ করা যায়নি। ওদের কি এ বয়সে রিক্সা চালাবার কথা ছিল? ঢাকার দয়াগঞ্জ ব্রিজ, গেণ্ডারিয়া ব্রিজ, লোহারপুল ও কাঠের পুল ব্রিজে যে অগণিত শিশু মাত্র আটআনা পয়সার জন্য রিক্সা ঠেলে, তারা কি কখনও ঘরে সীতানাথ বসাকের 'আদর্শ লিপি' নিয়ে বসতে পারে? পারে না। কারণ ওদের মা-বাবাও নিরক্ষর। ওরা অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠরা বংশানুক্রমে অশিক্ষার অভিশাপ বহন করে চলেছে। এ ব্যাপারে কোন সরকারই কিছু করতে পারছে না। যা পারছে তা গতানুগতিক। শিক্ষিতরা শিক্ষিত হচ্ছে, অশিক্ষিত যারা তারা অশিক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের কোন কাঠামো এ পর্যন্ত আমাদের দেশে তৈরি হয়নি। এটা দীর্ঘকাল যাবত পরাধীন থাকার ফসল। বিদেশী শাসকরা তৃণমূল পর্যন্ত শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনবোধ করে না। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন দ্রুত শিক্ষাবিস্তার দেখে। শিক্ষা নিয়ে তিনি সারাজীবন ভেবেছেন। তিনি সেখানে দেখেছেন সরকারী ব্যবস্থাপনায় দেশের প্রতিটি শিশুকে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি রয়েছে। এ জন্য একযোগে সমানতালে রাশিয়া শিশু শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি আর ভারতের ঔপনিবেশিক কেরানি গড়ার শিক্ষা নীতির তুলনামূলক আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ আফসোস করেছেন। অনেকটা শিশুদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু গণমুখী শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। দ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর অন্তত দু'টি পদক্ষেপ আজ সাফল্যের মুখ দেখেছে। একটি প্রাইমারি শিক্ষা সরকারীকরণ করা, অন্যটি বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, প্রাইমারি শিক্ষা জাতীয়করণ করে বঙ্গবন্ধু প্রাইমারি শিক্ষাকে গ্রাম্য ক্ষমতা বলয়ের বর্বর নাগপাশ থেকে রক্ষা করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি গ্রামের দরিদ্র ছেলেমেয়েরা নতুন একসেট বই পেয়ে কত খুশি হয়। একসেট বইয়ের লোভে অনেক ছেলেমেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বাদ দিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়। এরা কি নিজেরা টাকা দিয়ে বই কিনে পড়তে পারত? '৭৫ সালের পরে শিক্ষাবিস্তারের নামে ঢাকঢোল পিটানো হয়েছে অনেক। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কাজ হয়েছে শিক্ষকরা অনশন করেছে।

আমরা মুক্তবাজার অর্থনীতির হুজুগের যুগে পা দিয়েছি। মুক্তবাজার মানেই হচ্ছে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ হিজ হিজ, হজ হজ। আমেরিকান সিস্টেম। এই সিস্টেমে বৈষম্য আগাছার মতো বৃদ্ধি পেতে পারে। বৈষম্যই সরকারকে বাধ্য করে শিক্ষাকে বিত্তবানদের কাছাকাছি নিয়ে আসতে। তাই লক্ষ্য করা যায় যে, দেশের বৃহত্তর অংশ নিরক্ষরতার অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে। আবার শিক্ষা পদ্ধতির স্তরে স্তরে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ হচ্ছে।

গ্রামীণ শিক্ষার পরিবেশ কিন্তু তেমন উন্নত হচ্ছে না। আনুপাতিক হারে গ্রামেই দারিদ্র্য বেশি। গ্রামে নিরক্ষরতাও বেশি। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলগুলোর এখনও হতশ্রী অবস্থা। গ্রামের শিশুরা দারিদ্র্যের কারণে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না।

গ্রামের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে সুস্থ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল পরিবেশের দারুণ অভাব। একথা কি সত্য নয় যে, শিশু শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি ধীর-স্থির পরিবেশের প্রয়োজন। শিশু শিক্ষার প্রথম স্তরকে বলা হয় নার্সারি। অথচ গ্রামের স্কুলগুলোতে এই ধরনের স্কুলের বড্ড অভাব। এছাড়া স্কুলগুলোতে আছে পরিচ্ছন্নতার অভাব, পরিচর্যার অভাব, বিনোদনের অভাব। তাই সেখানে শিক্ষাদান সুষ্ঠু হয় না, হয় যা তা দায়সারা গোছের। একটি ক্লাস কক্ষে শ'দুয়েক অবুঝ কচি শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। শিক্ষক ক্লাসে গিয়ে বদমেজাজী হয়ে পড়েন, তারপর নিষ্ঠুর বেত দিয়ে নির্মমভাবে পিটানো শুরু করেন, এরপর চিৎকার দিয়ে অ-আ-ক বলিয়ে বের হয়ে যান। এই বুঝি শিশু শিক্ষার নিয়ম? ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের শিশুরা কি এই নিয়মে শিক্ষা লাভ করে?

বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ 'শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা' নামক একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। এ প্রবন্ধটি সকল শিক্ষক ও অভিভাবকের পড়া উচিত, অনুসরণ করা উচিত। এখানে লেখিকা পারিবারিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। একেবারে যেদিন মাতৃগর্ভ থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, সেদিন থেকেই তার শিক্ষা আরম্ভ হয়। শামসুন নাহার মাহমুদ বলেছেন, মায়ের পেটে থেকেও শিশুরা শেখে কথাটা সত্য। তাই প্রথম দিন থেকেই মা-বাবাকে কেমন যত্নের সাথে শিশুকে শিক্ষা দিতে থাকবেন তার একটি মনোজ্ঞ রূপরেখা দিয়েছেন।

শিশু শিক্ষার ব্যাপারটি আসলে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবে দেখা উচিত। সরকার, পরিবারপ্রধান সবাইকে শিশুর শিক্ষা যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, সেদিন লক্ষ্য রাখা উচিত।